100090 - এক মাসের জন্য ইন্টারনেট ভাড়া নিয়ে মাত্র কয়েক ঘন্টা ব্যবহার করা

প্রশ্ন

দ্রুতগতির ইন্টারনেট সার্ভিস দেয়ার জন্য টেলিকম কোম্পানী মাসিক ফি নিয়ে থাকে; চাই গ্রাহক মাত্র এক ঘণ্টা ব্যবহার করুক কিংবা অবিরামভাবে সারা মাস ব্যবহার করুক। এটা কি জায়েয? নাকি গ্রাহক কর্তৃক এই সেবাটি ব্যবহারের সময়ের ভিত্তিতে চার্জ হওয়া উচিত?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

মাসিক নির্দিষ্ট ফি এর বদলে দ্রুতগতির DSL ইন্টারনেট এর সেবা নিতে কোন অসুবিধা নেই। চাই আপনি সারাদিন ইন্টারনেট ব্যবহার করুন, কিংবা দিনের বিশেষ একটা সময়ে ব্যবহার করুন কিংবা আদৌ ব্যবহার না করুন। কেননা এ চুক্তিটি হচ্ছে- এ সেবাটি একমাসের জন্য ভাড়া করার চুক্তি। এ ক্ষেত্রে ভাড়াগ্রহণকারী সেবাটি ভোগ করা শর্ত নয়; বরং তাকে সেবাটি ভোগ করার সুযোগ দেওয়াই যথেষ্ট এবং এর বিপরীতে তার উপর ভাড়া পরিশোধ করা অনিবার্য। এমনকি সে যদি আদৌ সেবাটি ব্যবহার না করে তবুও। যেমন- কেউ যদি একটি ঘর ভাড়া নেয় এবং তাকে সেখানে থাকার সুযোগ করে দেওয়া হয়, কিন্তু সে সেখানে না থাকে। অনুরূপভাবে কেউ যদি একটি গাড়ী ভাড়া নেয়, কিন্তু সে যদি গাড়ীটি ব্যবহার না করে। ইত্যাদি।

'মানারুস সাবিল' গ্রন্থে (১/২৯৪) 'ভাড়া কখন অনিবার্য হবে' সে প্রসঙ্গে বলেন: "নির্দিষ্ট সময়টি শেষ হওয়ার মাধ্যমে; যদি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জিনিসটি ভাড়া নেওয়া হয় এবং তার কাছে ভাড়াকৃত জিনিসটি কোন ধরণের প্রতিবন্ধকতা ব্যতিরেকে হস্তান্তর করা হয়। এমনকি যদি ভাড়াটিয়া উপকৃত না হয় তবুও।"

তিনি আরও বলেন: "যদি এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়; যে সময়ের মধ্যে ভাড়াকৃত বস্তুর সেবা গ্রহণ সম্ভব কিন্তু সেবা গ্রহণ করেনি। যেমন কেউ কোন নির্দিষ্ট একটি স্থানে যাওয়া ও আসার জন্য একটি বাহন ভাড়া নিল। বাহনটি তাকে দেওয়া হল। সাধারণভাবে সে স্থানে যাওয়া ও ফেরার মত সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে; সে ব্যক্তি আরোহন না করলেও তার উপর ভাড়া অনিবার্য হবে।"[সমাপ্ত]

তবে, এ মাসয়ালাকে অন্য একটি দৃষ্টি থেকে দেখা যেতে পারে। সেটা হল, মানুষকে তার সম্পদ সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সম্পদ নষ্ট করা থেকে বারণ করা হয়েছে। যদি আপনার দীর্ঘ সময় ইন্টারনেটে প্রবেশ করার প্রয়োজন

না থাকে তাহলে আপনার জন্য আর্থিক সাশ্রয় হচ্ছে- অন্য কোনো সার্ভিস গ্রহণ করা; যে সার্ভিসগুলো ব্যবহার ভিত্তিক হয়ে থাকে। এটাই আপনার জন্য উত্তম; এমনকি এতে যদি গতিবেগ কিছুটা কম হয় তবুও।

আর DSL এর লাইন থাকলে কেউ হয়তো তাকে দীর্ঘ সময় ধরে ইন্টারনেটে থাকার প্রতি প্ররোচিত করবে; অথচ সেটা তার প্রয়োজন নেই। এভাবে তার সম্পদ নষ্ট হবে। বরং সম্পদের চেয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট হবে। তাই এ ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত।

আবু বারাযা আল-আসলামি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
"কিয়ামতের দিন কোনো বনী আদমকে পা উঠাতে দেয়া হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, সে তার জীবন কিভাবে শেষ করেছে। সে তার ইলম দিয়ে কী করেছে। সে তার ধনসম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে ও কোন পথে ব্যয় করেছে। এবং সে তার দেহকে কোন পথে জীর্ণশীর্ণ করেছে।"[আলবানি সহিহুত তিরমিযি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।